প্রথম আলো

ঢাকা, ২৬ জানুয়ারি ২০১৫, ১৩ মাঘ ১৪২১, ৫ রবিউস সানি ১৪৩৬

# ক্ষতি ১১৮ কোটি টাকা

## তৈরি পোশাক খাত

### রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধের দাবিতে বুধবার মানববন্ধন

**শুভংকর কর্মকার**

চলমান হরতাল-অবরোধের কারণে পোশাক কারখানা মালিকদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। ইতিমধ্যে ৭৯ লাখ ৮৩ হাজার মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ বাতিল হয়েছে। এর সঙ্গে মূল্যছাড়, উড়োজাহাজে পণ্য পাঠানো, জাহাজীকরণে বিলম্ব ও নাশকতার ক্ষতি ধরলে লোকসান বেড়ে দাঁড়ায় দেড় কোটি ডলার।

তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএতে ক্ষতির এই হিসাব পাঠিয়েছে ১১টি সদস্য কারখানা। এদিকে চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধের দাবিতে আগামী বুধবার সকালে বিজিএমইএ ভবনের সামনে মানববন্ধন করবেন পোশাক ও বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব খাতের ব্যবসায়ীরা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিজিএমইএর সভাপতি আতিকুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা নিরাপদে বাঁচতে চাই। নিরাপদে ব্যবসা করতে চাই। সেই দাবি আদায় ও নিরীহ মানুষকে পুড়িয়ে মারার প্রতিবাদে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমএ এই মানববন্ধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' তিনি জানান, মানববন্ধনে ডাইং ও ফিনিশিং কারখানা, ট্রাক-কাভার্ড ভ্যানসহ পোশাক ও বস্ত্র খাতের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।

বিজিএমইএর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, টানা হরতাল-অবরোধে কারখানাগুলোর ৭৯ লাখ ৮৩ হাজার ৭৬ ডলারের ক্রয়াদেশ বাতিল হয়েছে। ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানকে মূল্যছাড় দেওয়ায় ক্ষতি হয়েছে ১ লাখ ৬৭ হাজার ৮১৮ ডলার। উড়োজাহাজে পণ্য পাঠাতে বাড়তি খরচ পড়েছে ৪ লাখ ৫ হাজার ৬৮৩ ডলার। নাশকতায় ক্ষয়ক্ষতি ৩৮ লাখ ৪০ হাজার ৯০১ ডলার। আর জাহাজীকরণে বিলম্ব বা আটকে আছে ২৭ লাখ ১৩ হাজার ৮৮১ ডলারের পণ্য।

সব মিলিয়ে হরতাল-অবরোধের কারণে পোশাক খাতে ১ কোটি ৫১ লাখ ১১ হাজার ৩৫৯ ডলারের ক্ষতি হয়েছে, দেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১১৮ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে পোশাকশিল্প মালিকদের মূল্যছাড় দিতে হয়েছিল নয় হাজার কোটি টাকার পণ্যে। আর বেশি অর্থ দিয়ে উড়োজাহাজে পাঠাতে হয়েছিল সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার পণ্য।

গত ১২ জানুয়ারি টানা অবরোধে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণের হিসাব চেয়ে সদস্যদের কাছে চিঠি পাঠায় বিজিএমইএ। তার পর থেকে গত শনিবার পর্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ পাঠিয়েছে ১১টি কারখানা। এগুলো হচ্ছে ম্যাগপাই নিটওয়্যার, ম্যাগপাই কম্পোজিট, ক্রিয়েটিভ উলওয়্যার, বেঙ্গল পোশাক, আর্ভা টেক্সটাইল, হাই ফ্যাশন কম্পোজিট, জেডএসবি গার্মেন্টস, করিম টেক্সটাইল, ফ্রেন্ডস স্টাইলওয়্যার, সাসকোটেক্স ও জুলফিকার ফ্যাশন।

ক্ষতির বিষয়ে বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি আবদুস সালাম মুর্শেদী বলেন, চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সরবরাহব্যবস্থা স্বাভাবিক না থাকায় অনেকেই সময়মতো পণ্য উৎপাদন করতে পারছেন না। আর নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের শিপমেন্ট বা জাহাজীকরণ করতে না পারলেই তাদের মূল্যছাড় দিতে ও উড়োজাহাজে পণ্য পাঠানোর মতো পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে। কারণ ক্রেতারা সব সময় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পণ্য বুঝে পেতে চান।

সালাম মুর্শেদী বলেন, 'সাধারণত ২০ ফুটের একটি কনটেইনার জাহাজে পাঠাতে খরচ হয় ২২০০-২৪০০ মার্কিন ডলার। এই খরচ ক্রেতাই দেন। কিন্তু সঠিক সময়ে জাহাজীকরণ করতে না পারলে ওই পরিমাণ পণ্য উড়োজাহাজে পাঠাতে লাগে ২০ হাজার মার্কিন ডলার। আর এই খরচের পুরোটাই আমাদের দিতে হয়।' তিনি জানান, ইতিমধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠানের ৭৩ হাজার পিস পোশাক উড়োজাহাজে পাঠাতে হয়েছে।

বিজিএমইএর সহসভাপতি মো. শহিদউল্লাহ আজিম বলেন, 'প্রথম থেকে উদ্যোগ নেওয়ায় এবার বন্দরে পণ্য পৌঁছানো ও সেখান থেকে কাঁচামাল আনা যাচ্ছে। যদিও সেটি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম। তবে সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ক্রেতারা কাজ কম দিচ্ছেন। এমনটা অব্যাহত থাকলে রপ্তানি আয় কমবে। শ্রমিক অসন্তোষের মতো ঘটনা ঘটবে।' এ ছাড়া হরতাল ও অবরোধ চলতে থাকলে পোশাকশিল্পের এই ক্ষতির পরিমাণ প্রতিদিনই বাড়বে।